কামরুন নাহারের দুটো কবিতা

ভালোবাসার ঘরবসতি

যদি অনুভূতি ঢেকে যায়
কাঞ্চন জঙ্ঘার
বিশাল বরফের চাদরে,
ভালোবাসা থাকে না শরীরে।

ভালোবাসার ঘরবসতি
চেতনার লতায় পাতায়,
শ্রদ্ধা-নির্ভরতার শিকড়ে,
তাকে জল দিও তুলসি মনে করে।

নক্ষত্র তোমাকে বলি

নক্ষত্র শুধু তোমাকেই বলি
আলোক ছড়াতে,
ঘোর তমসাচ্ছন্ন সমাজের
সংকীর্ণ অলিগলি, খানাখন্দে।

অনন্ত প্রবহমান মহাকালে
বহু জনপদ সমূলে নিশ্চিহ্ন,
তবু চরাচরে হিংস্র শ্বাপদ
ধর্মের বিভেদ আজো টিকে আছে।
মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া পর্যন্ত
হংস মিথুন শিকারে উন্মত্ত,
নীল ধমনিতে রক্তের পিপাসা,
মস্তিষ্কে ঘুনপোকার রামরাজ্য।

মানুষগুলোর ঘুম ভাঙে না,
নিশ্চিন্তে শয্যায়,
জ্যোতির্ময়! শুধু তুমিই পার
আঁধারকে জানাতে বিদায়।

কবিতার ব্যাখ্যা: কবি নক্ষত্রকে বলছে, অন্ধকার সমাজের সর্বত্র আলো ছড়াতে। যে মহাকাল চিরকাল ধরে বয়ে চলেছে, তার গর্ভে বহু জনপদ বিলীন হয়েছে। শুধু বিশ্বে টিকে আছে হিংস্র শিকারী প্রাণীর তুল্য ধর্মের বিভেদ । সেই ধর্মের বিভেদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া পর্যন্ত হংসমিথুন অর্থাৎ প্রেমিকযুগল শিকার করে চলেছে। শিকারী প্রাণীর তুল্য ধর্মের বিভেদের নীল ধমনিতে রক্তের পিপাসা আর মস্তিষ্কে রাজত্ব করে ঘুনপোকারা। মানুষগুলো তবু নিশিন্তে ঘুমায়। তাই কবি নক্ষত্রকে বলছে, তাদের ভেতরের আঁধারকে বিদায় জানাতে অর্থাৎ ধর্মান্ধ মানুষগুলোকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে।

————————————————————————————

*__কামরুন নাহার__ বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এর একজন পিএইচডি ফেলো। তার গবেষণার বিষয়- ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রকৃতি ও কারণ ’ ।